যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2016
পৃষ্ঠা 7 কলাম 9

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ছাড়া সংকট কাটবে না

মুসতাক আহমদ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট সমাধান হবে না। এ সংকট সৃষ্টির আগেই গত কয়েক মাস ধরে শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের সিনিয়র মন্ত্রীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়। বিকল্প একাধিক পন্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন সিনিয়র সচিবকে পে-স্কেলের সমস্যা চিহ্নিত ও সুপারিশ দেয়ার দায়িত্ব দেন। এমনকি মঙ্গলবার বিকালে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের বৈঠক হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া সৃষ্ট সংকটের সমাধান হবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে, বৈষম্যমূলক অষ্টম পে-স্কেলের প্রতিবাদ ও শিক্ষকদের স্বতন্ত্র পে-স্কেলসহ পাঁচ দফা দাবিতে সোমবার শুরু হওয়া সংকট : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

সংকট : কাটবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি অব্যাহত

ক্ষোভ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রীকে অর্থমন্ত্রীর চিঠি

অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি অব্যাহত রেখেছেন ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাদের এ কর্মসূচির কারণে বিশ্ববিদালয়গুলো অচল হয়ে পড়েছে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সীমিত আকারে পরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু ক্লাস হচ্ছে না। এছাড়া কোথাও কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না। ক্লাস-পরীক্ষার অনিশ্চয়তার কারণে ছাত্রছাত্রীরা হল ছাড়ছেন।

আন্দোলনরত শিক্ষকরাও সংকট সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ কামনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেন, কেউ ডেকে নিয়ে আমাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলেনি। তারা তাদের জায়গায় অনড় ছিল। তারপরও উপযাচক হয়ে গিয়েছি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে। কয়েকজন মন্ত্রীসহ অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি। কিন্তু আমরা কারও কাছ থেকে সাড়া পাইনি। আমরা বিশ্বাস করি, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ৫ মিনিট কথা বলতে পারলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, আমরা অর্থমন্ত্রীসহ সিনিয়র একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। কিন্তু কোনো অদৃশ্য কারণে সমস্যার সুরাহা হয়নি। তাই আমরা মনে করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা তার মনোনীত কোনো প্রতিনিধি ছাড়া আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বা তার প্রতিনিধি যার সঙ্গে আমরা বসি, ন্যায্যটাই আমরা গ্রহণ করব। অন্যায্য কোনো কিছু আমরা চাই না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বরেণ্য শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, আলোচনায় না বসলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ আলোচনা হতে পারে। অথবা তিনি কাউকে দায়িত্ব দিলে তার সঙ্গেও শিক্ষকরা আলোচনা করতে পারেন। তিনি বলেন, পদক্ষেপ নিতেই হবে।

জানা গেছে, শিক্ষকদের সমস্যা নিরসন ও দাবি পূরণের জন্য তারা ইতিপূর্বে অর্থমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রীর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। ৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় অষ্টম পে-স্কেল অনুমোদনের পর থেকে এসব বৈঠক হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ৬ ডিসেম্বর অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। শিক্ষক নেতাদের দাবি, বক্তব্য শোনার পর অর্থমন্ত্রী তিনটি দাবি মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু ১৫ ডিসেম্বর জারি করা পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপনে তার কোনো প্রতিফলন নেই। এ কারণে সংক্ষুব্ধরা আবার সক্রিয় হন। প্রথমে দাবি পূরণ না হওয়ার বিষয়টি অবহিত করে সরকারের ৭ জন সিনিয়র মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে চিঠি দেন। এরপর কালো ব্যাজ ধারণ, অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। পরে আলটিমেটাম দেন। এরপর তারা লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ফরাসউদ্দিন কমিশন অষ্টম পে-স্কেলের সুপারিশ করার পর থেকেই শিক্ষকরা এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তখন থেকে এ নিয়ে তারা নানা বক্তব্য-বিবৃতি দেন। গত মেতে সচিব কমিটি পে-স্কেলের সুপারিশ চূড়ান্ত করার পরই শিক্ষকরা এ নিয়ে সক্রিয় হন। তখন এ নিয়ে কথা বলতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহ দেখান তারা। বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ফেডারেশন এমনকি ভিসিদের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ থেকে যোগাযোগ করা হয়। সর্বশেষ পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারির পরও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়ার চেষ্টা করেছেন শিক্ষক নেতারা। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। তিনি বলেন, কথা বলতে পারলে এই সমস্যা সমাধান হয়ে যেত।

এদিকে পে-স্কেলের বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কথা বলতে না পেরে শিক্ষকরা গত মে থেকে সীমিত কর্মবিরতিসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন। গত জুলাই-আগস্টে দফায় দফায় নানা কর্মসূচি পালন করেন তারা। এরই মধ্যে গত ৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় পে-স্কেল অনুমোদন করা হয়। তবে শিক্ষকদের কর্মসূচি আমলে নিয়ে মন্ত্রিসভায় পে-স্কেল অনুমোদনকালে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে প্রধান করে গঠিত এই কমিটিতে কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে সদস্য করা হয়। পে-স্কেল ইস্যুতে শিক্ষকদের সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর বিরূপ মন্তব্যে শিক্ষকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ কারণে প্রথমে শিক্ষকরা আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রীকে মেনে নেন। মন্ত্রিসভা কমিটির সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশ করার কথা ছিল। সে [illegible] সভা কমিটি ১ নভেম্বর বৈঠক করে। একজন সিনিয়র মন্ত্রী জানান, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কমিটি সংক্ষুব্ধ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু তার আগেই অর্থ মন্ত্রণালয় পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারি করে। অভিযোগ আছে যে, একমাত্র বৈঠকে মন্ত্রিসভা কমিটি সুপারিশ না করলেও তাদের নামে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আইন মন্ত্রণালয় থেকে ভেটিং করানো হয়। গত ১৫ ডিসেম্বর তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও পাঠানো হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির কাজ শেষ না হওয়া এবং সেখানে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ার কথাটি ৪ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকেও কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী উত্থাপন করেন। জানতে চাইলে মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে অর্থ, আইন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পে-স্কেলের সমস্যা নিরসনে অর্থমন্ত্রী নিজেও উদ্যোগ নেন। সূত্র জানায়, ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন অর্থমন্ত্রী। সে অনুযায়ী ২২ নভেম্বর সার-সংক্ষেপ আকারে বিকল্প ফর্মুলা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করা হয়। সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তাদের দাবি, ওই সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী ২৭ নভেম্বর অনুমোদন করেছেন; যা বাস্তবায়নের জন্য অর্থমন্ত্রী নির্দেশনাও দিয়েছেন। কিন্তু প্রকাশিত পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপনে তার কোনো প্রতিফলন নেই। সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন, এ বিকল্প বাস্তবায়ন করা হলে সংক্ষুব্ধ মানুষের সংখ্যা অনেক কমে যেত।

এমনি নানা উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণে ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন সিনিয়র সচিবকে সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশের দায়িত্ব দেন। এ কমিটির প্রধান করা হয়েছে মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদকে। এ খবর পরদিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবে এ ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব আছে শিক্ষক নেতাদের। পরদিন ৫ জানুয়ারি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেন, আজকের সংকটের জন্য আমলারাই দায়ী।

শিক্ষামন্ত্রী-শিক্ষক নেতাদের বৈঠক : এদিকে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার বিকালে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতাদের বৈঠক হয়। বিকাল ৪টা ২৫ মিনিটের দিকে সচিবালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়। প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে একপক্ষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন ছিলেন। শিক্ষকদের পক্ষে ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি ও মহাসচিব।

বৈঠক সূত্র জানায়, সমস্যা নিরসনে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের কাছে প্রস্তাব চেয়েছেন। বিশেষ করে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল না থাকলে কী করণীয় বা কোনভাবে সৃষ্ট ক্ষতি দূর করা যাবে সেই প্রস্তাব চান। জবাবে শিক্ষক নেতারা বলেছেন, তাদের দাবি ৫টি। তা সব পূরণ করতে হবে। তারা আরও বলেন, আগে স্বতন্ত্র পে-স্কেলসহ বিভিন্ন দাবি ছিল। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর অর্থমন্ত্রী ৩টি দাবি পূরণের অঙ্গীকার করেন। এরপর তারা স্বতন্ত্র পে-স্কেলের দাবি থেকে আপাতত সরে এসেছেন। অর্থমন্ত্রীর অঙ্গীকারকৃত তিন দাবির সঙ্গে দুটি যুক্ত করা হয়েছে। কোনো বিকল্প তারা চিন্তা করেননি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহাসচিব অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, দাবির বাইরে কোনো বিকল্প প্রস্তাব আমরা ভাবিনি। যদি তা দিতে হয়, তাহলে এখন সবার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি আশ্বাস দেয়ার কেউ নই। আমি শিক্ষারই অংশ। তবে আমরা আশা করছি, সমস্যার শিগগিরই সমাধান হবে।

বৈঠক শেষে সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেন, দাবি-দাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনা চলবে। সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচিও চলবে।

অসন্তোষের ঢেউ দুই মন্ত্রীর পর্যায়ে : এদিকে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে গণমাধ্যমে দেয়া শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বিষয়টি অবহিত করে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়েছেন। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রীর দফতরে ওই চিঠি পৌঁছায়। শিক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রী মঙ্গলবারই চিঠির জবাব দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, শিক্ষকদের পক্ষে উসকানিমূলক কোনো বক্তব্য শিক্ষামন্ত্রী দেননি। সমস্যা স্বীকার এবং তা সমাধানের চেষ্টার কথাই মন্ত্রী গণমাধ্যমকে বলেছেন।

ঢাবিতে কর্মবিরতি : বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কর্মবিরতি পালন করেছেন শিক্ষকরা। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের কর্মবিরতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগে ক্লাস নেননি শিক্ষকরা। পাশাপাশি পূর্বনির্ধারিত সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোনো পরীক্ষাও নেননি তারা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে দেখা যায়, কোথাও কোনো ক্লাস হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। টিএসসিও ছিল অনেকটা ফাঁকা। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগসহ বেশ কয়েকটি বিভাগের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। তবে অন্যান্য পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে।

যুগান্তর ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করেছে শিক্ষকরা। এতে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব কার্যক্রম বন্ধ ছিল। শুধু চলমান ২০১৫-১৬ শিক্ষা বর্ষে স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া ছাড়া মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এদিন বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা নেয়া হয়নি। কর্মবিরতির কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকে রুয়েটের কোনো বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

খুলনা : কর্মবিরতি চলাকালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ২ নম্বর একাডেমিক ভবন অডিটরিয়ামে বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। সভাপতি প্রফেসর ড. আহমেদ আহসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অবস্থান কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড মো. সারওয়ার জাহান।

সিলেট : ক্লাস পরীক্ষা বর্জনসহ কঠোর আন্দোলন অব্যাহত রাখাসহ দু'দফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। মঙ্গলবার সকালে সমিতির কার্যকরী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বরিশাল : বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে কর্মবিরতি পালন শুরু করেন শিক্ষকরা। এ সময় শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন করে আন্দোলনে অংশ নেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মবিরতি চলবে বলে জানিয়েছেন তারা।